মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ

আলোচ্য বিষয় – ন্যায় মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ

Philosophy Honours
Semester - I
(CBCS)

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor in Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

ন্যায় দর্শন স্বীকৃত চার প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ হল শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন –

“ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যম অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্”।

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় সঙ্গে তার গ্রাহ্য বিষয়ের বা অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে যে অশাব্দ, অভ্রান্ত ও সুনিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ । মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ হলো নিম্নরুপ-

ইন্দ্রিয় :-

ন্যায় মতে ইন্দ্রিয় হল ছয়টি ; পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং একটি হল অন্তরিন্দ্রিয়। চক্ষু,কর, নাসিক, জিহ্ব এবং ত্বক - এগুলি হলো বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং মন অন্তরিন্দ্রিয় হল। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় হলো বাহ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-শব্দ এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন-এর প্রত্যক্ষের বিষয় হলো অন্তর্জগতের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি।

অর্থ :-

'অর্থ' বলতে বোঝায় 'ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বিষয় যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের অর্থ হলো বর্ণ, কর্ণ ইন্দ্রিয়ের অর্থ হলো শব্দ প্রভৃতি।

সন্নিকর্ষ :-

'সন্নিকর্ষ' বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার গ্রাহ্য বিষয়ের অর্থাৎ অর্থের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিইয়ের সঙ্গে অর্থের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় আর অলৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিইয়ের সঙ্গে তার অর্থের অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়।

অব্যাপদেশ্য :-

'অব্যাপদেশ্য' বলতে বোঝায় অশাব্দ অর্থাৎ যা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

অব্যভিচারী :-

‘অব্যভিচারী’ বলতে বোঝায় নিঃসন্দিগ্ধ বা অভ্রান্ত জ্ঞান।

ব্যবসাত্মাক :-

‘ব্যবসায়াত্মকং’ বলতে বোঝায় সুনিশ্চিত ও যথার্থ জ্ঞান।

ন্যায় মতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ বলা হলেও তাকে একমাত্র কারণ বলা হয় না, আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ হলে তবেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

লক্ষণের বিরুদ্ধে আপত্তি -

মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণ এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলা হয় –

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ না হলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব । ইন্দ্রিয় সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে যে প্রত্যক্ষ তা মানুষ বা অন্যান্য জীবের অনিত্য প্রত্যক্ষ, ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উক্ত লক্ষণ প্রযুক্ত হয় না।

ন্যায় মতে ঈশ্বর নিরবয়ব, ঈশ্বরের কোন ইন্দ্রিয় নেই; কিন্তু ঈশ্বর সব কিছুকে প্রত্যক্ষ্ করতে পারেন। কাজেই, ঈশ্বর যখন প্রত্যক্ষ করেন তখন সেই প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ উৎপন্ন হতে পারে না। এই কারণে অনেকেই বলেন প্রত্যক্ষের উপরোক্ত লক্ষণ কেবল মানুষ বা অনিত্য প্রাণীর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আপত্তির নিরসন -

উক্ত আপত্তি নিরসনে নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন--
‘জ্ঞানা করণাকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্’।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান অকরণক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ অন্য কোন জ্ঞান নয়। অনুমিতি, উপমিতি যেমন অন্য জ্ঞান নির্ভর, প্রত্যক্ষ জ্ঞান তেমন নয়। এই জন্য প্রত্যক্ষ হল অকরণক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হলো সাক্ষাৎ অনুভব। প্রত্যক্ষের এই লক্ষণ জীব ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রত্যক্ষ ভিন্ন জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেমন - অনুমতি জ্ঞান ব্যাপ্তি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, উপমিতি সাদৃশ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, শব্দ জ্ঞান পদ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। এ হলো সাক্ষাৎ জ্ঞান। সুতরাং বিশ্বনাথের মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ হলো ‘সাক্ষাৎ অনুভব’।

The End